পুস্তকের জগতে

THE LANGUAGE OF GOD

Author: Francis S. Collins
Free Press, New York, London, Toronto, Sydney
Published in 2006

'The Language of God' বা 'ঈশ্বরের ভাষা' একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ যা প্রকাশিত হয় ২০০৬ সালে। লেখক একজন খ্যাতনামা জীববিজ্ঞানী, হিউম্যান জেনোম বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তিনি যুক্তরাষ্ট্রীয় 'হিউম্যান জেনোম' প্রকল্পের প্রধান। তিনি ডি.এন.এ অর্থাৎ জীবনের সংকেত নিয়ে অনবদ্য গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন, জিবনের রহস্য সমাধানে তাঁর রয়েছে তাৎপর্যময় অবদান। তাছাড়া জৈব ও জীব রসায়নে, চিকিৎসা বিজ্ঞানে এবং বিবর্তন বিজ্ঞানে রয়েছে অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য। এহেন একজন বিজ্ঞানী যখন বাইবেলীয় ব্যক্তি ঈশ্বরবাদী হন, তখন তাঁর লিখিত "ঈশ্বরের ভাষা" শিরোনামের গ্রন্থটি যে বিদগ্ধ মহলে কৌতূহলের সৃষ্টি করবে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আরও মজার কথা হল তিনি নৈষ্ঠিক ধর্মবাদী হয়েও বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী। শুধু তাই নয়, সমগ্র বিজ্ঞান চর্চার ও গবেষণার পদ্ধতিকে তিনি ঈশ্বরের পথ বলে মনে করেন। তিনি ঐকান্তিকভাবে বিশ্বাস করেন যে বৈজ্ঞানিক পথ হল ঈশ্বরের বিকাশ (revelation of God)। ড. কলিন্স মনে করেন যে একজন মানুষের মধ্যে যুগপৎভাবে ঈশ্বরের প্রতি আস্থা ও বিজ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা থাকতে পারে এবং তা ঐকতানের সাথে বিরাজ করতে পারে, কোন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে না। আধুনিক বিজ্ঞানের বিশিষ্ট দিকগুলো চমৎকার ভাষায় সাধারণ পাঠকের জন্য তুলে ধরে তিনি গ্রন্থটিতে বলার চেষ্টা করেছেন যে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, এবং জীববিদ্যা ঈশ্বর বিশ্বাস ও বাইবেলের সাথে কোন সংঘাত সৃষ্টি করে না, সুন্দরভাবে মিলে যেতে পারে এবং খাপ খেয়ে চলতে পারে। 'আমরা এখানে কেন এলাম, কেমনভাবে এলাম এবং সর্বোপরি জীবনের অর্থ কী ?' – কলিন্স পুস্তকটিতে এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন।

ভূমিকা বাদে সমগ্র পুস্তকটি তিনটি বিশাল পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে রয়েছে দুটি অধ্যায়। প্রথমটিতে তিনি বর্ণনা করেছেন তিনি কী ভাবে একদা নাস্তিক থেকে ঈশ্বর বিশ্বাসীতে পরিণত হলেন। এই রূপান্তরের পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে সি এস লুইস লিখিত 'কেবল খ্রিস্টবাদ' (Mere Christianity by C. S. Lewis) । এ বইয়ের প্রধান বক্তব্য যে 'নৈতিক বিধান' (Moral Law) হল 'মনুষ্য অভিজ্ঞতার সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য' আর নৈতিকতার মূল উৎস হল ধর্ম, ফ্রান্সিস কলিন্সকে অভিভূত করেছে। এই প্রণোদনাই তাকে টেনে এনেছে বাইবেলীয় ব্যক্তি ঈশ্বরবাদে। অভিভূত কলিন্স বলছেন ১ম পর্বের ২য় অধ্যায়ে, " Consider a major example of the force we feel from Moral Law- the altruistic impulse, the voice of conscience calling us to help others even if nothing is revealed in return, Not all of the requirements of the Moral Law reduces to altruism, of course; .... " । কলিন্সের কাছে বিজ্ঞানের নানা সার্বজনীন আবেদন সমাজ ও মনুষ্য জীবনে থাকলেও, নৈতিকতার উৎস বিজ্ঞান নয়। তাই ঈশ্বরকে মানা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। এখান থেকেই কলিন্স ঈশ্বর বিশ্বাসে দীক্ষা নিলেন। কিন্তু কোন ধরনের ঈশ্বর – 'deist God? ' কলিন্সের নিজ ভাষাতেই শোনা যাক, "না এ ধরনের কোন

ঈশ্বর নয়, আমি যদি কোন ঈশ্বরকে অনুভব করতে চাই – তিনি হবেন আস্তিক ঈশ্বর (Theist God) – যিনি কামনা করেন তাঁর বিশেষ সৃষ্টি মানুষের সাথে এক ধরনের সম্পর্ক, এবং যিনি আমাদের মধ্যে তাঁকে, সামান্য হলেও গ্রথিত করেছেন ..., "। অর্থাৎ কলিন্সের বিশ্বাস অনুযায়ী আমরা হলাম ঈশ্বরের ক্ষুদ্র প্রতিভূ। এই ঈশ্বর পুরাতন টেস্টামেন্টের 'আব্রাহামের ঈশ্বর' হতে পারেন, কিন্তু সন্দেহাতীতভাবেই স্পিনোজা বা আইনস্টাইনের ঈশ্বর হতে পারেন না।

কলিন্সের এই ঈশ্বর সন্ধান তাঁর মধ্যে এক ধরনের অনুভূতির সঞ্চার করে যা কলিন্স এভাবে প্রকাশ করেছেন, "এটি আমার কাছে পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ল যে, প্রাকৃতিক জগতের রহস্য উদ্ঘাটনে বিজ্ঞান প্রশ্নাতীত ক্ষমতা অর্জন করলেও, ঈশ্বর সম্পর্কে আমার অনুসন্ধিৎসার বিষয়ে বিজ্ঞান আমাকে আর কোনভাবে এগিয়ে নিতে পারবে না। যদি ঈশ্বর থাকেন তাহলে তিনি রয়েছেন ভৌত বা প্রাকৃতিক জগতের বাইরে; বিজ্ঞানের অস্ত্রসমূহ তাঁর সম্পর্কে জানতে কোন কাজে আসবে না। এর পরিবর্তে আমি আমার অন্তরের দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করতে শুরু করলাম যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বের নিদর্শন অন্য কোন দিক থেকে আসতে হবে, এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হতে হবে 'বিশ্বাস' শুধুই বিশ্বাস, কোন প্রমাণ সাক্ষ্য নয়। .. .. এ ভাবেই আমি ঈশ্বরের অস্তিত্বসহ আধ্যাত্মিকতার জগতের দ্বার প্রান্তে উপনীত হলাম।"

তবে সৌভাগ্যের কথা যে কলিন্স নাস্তিকতা ছেড়ে ব্যক্তি ঈশ্বরবাদী আস্তিক্যবাদে দীক্ষিত হলেও বিজ্ঞানের পথ থেকে বিচ্যুত হন নি, বরং বিজ্ঞানুসন্ধানের পথকে ঈশ্বরের পথ বলে মনে করেন। তাই বিবর্তনবাদকে, এবং বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের অভ্যুদয়কে ঈশ্বরের পথ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : " The examples reported here from the study of genomes, plus others that could fill hundreds of books of this length, provide the kind of molecular support for the theory of evolution that has convinced virtually all working biologists that Darwin's framework of variation and natural selection is unquestionably correct. In fact, for those like myself working in genetics, it is almost impossible to imagine correlating the vast amounts of data coming forth from the studies of genomes without the foundations of Darwin's theory." শুধু কলিন্স নন, আরেক জন খ্যাতনামা জীববিজ্ঞানী, ইস্টার্ন অর্থোডক্স চার্চের প্রগাঢ় অনুগামী থিওদোসিয়াস দোবজানস্কিও (Theodosius Dobzhansky) মনে করেন, "বিবর্তনের আলোক ছাড়া জীববিদ্যার কোন কিছুই অর্থবহ হয় না।"

কলিন্স বিজ্ঞানের সাথে ধর্মবাদীদের সংঘাত ও সংঘর্ষকে নিরর্থক ও অবাঞ্ছিত মনে করেন। বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সমন্বয় একত্ব ও একসাথে কাজ করাকে মানুষের জন্য একমাত্র কল্যাণের পথ বলে কলিন্স মনে করেন। ব্রিটিশ অ্যাঙ্গলিকান পুরোহিত আর্থার পিকক (Arthur Peacocke) এবং খ্যতনামা আণবিক জীব বিজ্ঞানীও বলেছেন যে, ধর্ম ও বিজ্ঞানকে সমঝোতার পথে এগুতে হবে যদি আমরা মনুষ্য সমাজের কল্যাণ চাই। তাঁর চিত্তাকর্ষক 'বিবর্তন ঃ বিশ্বাসের ছদ্মবেশী বন্ধু' (Evolution: The Disguised Friend of Faith) শিরোনামের এই গ্রন্থটিতে এ কথাই বলতে চেয়েছেন বেশ জোর দিয়ে। কলিন্স প্রশ্ন তুলেছেন উভয় চরমপন্থীদের উদ্দেশে ঃ " এই যে ঈশ্বরের সম্ভাব্য অস্তিত্বের সমর্থনে একদিকে দৃঢ় যুক্তি উত্থাপন করা হল, অন্যদিকে মহাবিশ্বের সৃষ্টির উৎস এবং আমাদের গ্রহটিতে জীবনের অভ্যুদয় সম্পর্কে প্রশ্নাতীত উপাত্তমালা উপস্থাপন করা হল – এই প্রেক্ষাপটে আমরা কী সুখী এবং ঐকতানীয় একটি সংশ্লেষণ খুঁজে পেতে পারি না ?"

ফ্রান্সিস কলিন্সের পুস্তকটির সর্বত্র তিনি আবেদন জানিয়েছেন বিজ্ঞানের ও ধর্মের মধ্যে ঐকতানের সৃষ্টিতে। তিনি মনে করেন ধর্মের মধ্য দিয়েও সত্যে উপনীত হওয়া যায়, আধ্যাত্মিক সত্যে - জীবনের জন্য প্রয়োজনীয়, আবার বিজ্ঞানের গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসার মধ্য দিয়েও প্রাকৃতিক সত্যে পৌঁছানো যায়, যাকে তাচ্ছিল্য করা যায় না। সেই অনুভূতির মধ্য দিয়ে তিনি আবেদন করতে চান, " It is time to call a truce in the escalating war between science and spirit. This war was never really necessary. Like so many earthly wars, this one has been initiated and intensified by extremists on both sides, sounding alarms that predict imminent ruin unless the other side is vanquished. Science is not threatened by God; it is enhanced. God is most certainly not threatened by science; He made it all possible. So let us together seek to reclaim the solid ground of an intellectually and spiritually satisfying synthesis of all great truths. .. "

আগেই বলা হয়েছে যে বইটিতে রয়েছে তিনটি পর্ব, প্রতিটি পর্বে রয়েছে একাধিক অধ্যায়। যেমন, দ্বিতীয় পর্বের তিনটি অধ্যায়ে রয়েছে– মহাবিশ্বের উৎস, পৃথিবীতে প্রাণ ক্ষুদ্র জীবাণু থেকে মানুষ, ঈশ্বরের নির্দেশনা পুস্তকের পাঠোদ্ধার: মানবীয় জেনোমের শিক্ষা গ্রহণ। তৃতীয় পর্বে রয়েছে ছয়টি অধ্যায় যেমন – সৃষ্টি (Genesis), গ্যালিলিও, ও ডারউইন; বিকল্প ১: নাস্তিকতা ও সংশয়বাদ (Agnosticism); বিকল্প ২: সৃষ্টিবাদ (Creationism); বিকল্প ৩: বুদ্ধিদীপ্ত নকসা (Intelligent Design); বিকল্প ৪: জৈবজ্ঞান (Biologos); সত্য অনুসন্ধানকারীরা (Truth seekers)। এছাড়া রয়েছে পরিশিষ্ট যেখানে দুটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে (ক): বিজ্ঞানের নৈতিক ব্যবহার (The moral practice of science), (খ): ঔষধ: জৈব নৈতিকতা (Medicine: Bioethics)।

বলা বাহুল্য পুস্তকটি প্রকাশের সাথে সাথে পক্ষে বিপক্ষে আলোচন-সমালোচনার ঝড় সৃষ্টি হয়। আমরা আজকের আলোচনায় কলিন্সের পক্ষের মতগুলো তুলে ধরব, পরবর্তী সংখ্যায় বিরুদ্ধবাদীদের মত স্থান পাবে সমান গুরুত্বের সাথে। আমরা অবশ্যই বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস কলিন্সকে ধন্যবাদ জানাব এমন একটি পুস্তক প্রকাশের জন্য যেখানে তিনি সাহসের সাথে স্বীয়

মতবাদকে তুলে ধরেছেন, আমরা এক মত হই বা না হই।
ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Finding Darwin's God ' গ্রন্থ প্রণেতা কেনেথ মিলার (Keneth Miller) মন্তব্য করেছেন: 'বিশ্বের একজন প্রাগ্রসর বিজ্ঞানীর দৃঢ় বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে ' ঞযব খধহমঁধমব ড়ভ এড়ফ ' এ। বিজ্ঞান ও ধর্মের ক্লান্তিকর বিসংবাদকে অতিক্রম করে ফ্রান্সিস কলিন্স তাঁর পাঠকদের আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্বাস ও বিজ্ঞান থেকে উৎসারিত জ্ঞানের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায়। "

আর্ক বিশপ ডেসমন্ড টুটু (Archbishop Desmond Tutu) গ্রন্থটি সম্পর্কে সুন্দর মন্তব্য করে বলেছেন – " What an elegantly written book. In it Francis Collins, the eminent scientist, tells why he is also a devout believer ……. A real godsend for those with questioning minds but who are also attracted to things spiritual.

টাইম পত্রিকার মন্তব্য: " Most believers don't care to listen to an atheistic scientist calling the idea of God a mythology created to explain what humans don't understand, and academic atheist are just as uninterested in scientific lectures from Bible literalists. Collins, however, has both the standing and the desire to promote a third way. .. .. Collins insists on overlaying and interwining (science and faith) "

` The Question of God ' এর লেখক ড. আর্মান্দ নিকোলি বইটি সম্পর্কে বলেছেন : ইতিহাসের চমকপ্রদ বিজ্ঞান গবেষণার সাফল্যের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ড. কলিন্স একজন গভীর ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষও। তাঁর এই চমৎকার গ্রন্থটিতে তিনি যুক্তি ও বর্তমানে আমাদের সংস্কৃতিকে বিভাজনকারী বিষয়গুলির মধ্যে সমঝোতা ও সমন্বয় আনতে সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন। আমি বইটিকে ফেলে দিতে পারি না। '

১৯৯৭ সালের পদার্থবিদ্যায় নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী উলিয়াম ফিলিপস (William D. Phillips) বলেছেন, " বিশ্বের অত্যন্ত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের একজন ফ্রান্সিস কলিন্স যুক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান ও ধর্মের সম্পর্ক নিয়ে চমৎকার আলোচনা করেছেন। কলিন্সের কৃৎকৌশলিক উপস্থাপনা ও তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিফলনের মিশ্রণ বুদ্ধিমত্তা ও আধ্যাত্মিক সততার সাথে পুস্তকটিতে স্থান পেয়েছে। কীভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমঝোতা হবে, বিজ্ঞান ধর্মের মর্মস্থলে আঘাত করে বলে যারা ভয় পান, আর যারা আমাদের আজকের সময়ে ক্রান্তিময় বিষয়গুলি নিয়ে আলোকিত আলোচনায় আগ্রহী তাদের প্রত্যেকেরই উচিত এই বইটি পড়া।"

-অজয় রায়